# একুশ এর চেতনায় দৈন্য!

নির্মল পাল

মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ এবং প্রবাসে মাতৃভাষা চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য সিডনীতে একুশে বইমেলার গোড়াপত্তন ঘটে। এবং এর সফল উদ্দোক্তা জনাব নেহাল নিয়ামুল বারী। সকল বাঙালী এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। কয়েক বছরের মধ্যেই এর পরিধি মিশুক প্রকাশণী থেকে সমষ্টি কেন্দ্রিক 'একুশে বই মেলা পরিষদ', এবং পরবর্তীতে 'একুশে একাডেমী'তে পরিনত হয়। আন্ত র্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে 'একুশ'-এর স্বীকৃতি এই উত্থানে বিশেষ সহায়ক ভুমিকা রাখে এবং বাঙালীর গন্ডি অতিক্রম করে সকল ভাষাভাষির কাছে এর গ্রহনযোগ্যতা এনে দেয়। 'একাডেমী' হিসেবে আর্বিভূত হওয়ার পরপরই এই সংগঠনের গৃহীত 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ' প্রতিষ্ঠা, অষ্ট্রেলিয়ায় জাতীয়ভাবে 'একুশ' উদ্‌যাপন, এবং বহুভাষা ভিত্তিক পাবলিক লাইব্রেরী সমূহে 'একুশে র্কণার' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সবার দৃষ্টি আকর্ষন করে। এই সকল উদ্যোগের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই জনাব নেহাল নিয়ামুল বারীর অনাগ্রহ প্রত্যক্ষ করা গেলেও এই তাগিদ সকলের আন্তরিক ও অপ্রতিরোধ্য দাবীতে পরিনত হয়।

সকলের সার্বিক সহযোগীতায় 'একুশে একাডেমী'র নেতৃত্বে অ্যাশফিল্ড পার্কে গড়ে উঠে পৃথিবীর সর্বপ্রথম 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ'। 'একুশে একাডেমী'র প্রস্তাবে অ্যাশফিল্ড লাইব্রেরীতে শুরু হয় 'একুশে র্কণার' নামক ট্রায়াল প্রকল্প। অষ্ট্রেলিয়ায় জাতীয়ভাবে 'একুশ' উদ্‌যাপন এর লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ফেডারেল পার্লামেন্টে 'একুশে একাডেমী'র অর্জন এবং 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বিষয়টি জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি অর্জনের জন্য 'মোশন' হিসেবে উত্থাপিত হয়। 'একুশে একাডেমী'র গৃহীত 'Conserve Your Mother Language' বিষয়টির তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিবেচনার জন্য ৭ই জুন ২০০৭ ক্যানবেয়াস্থ প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত *Languages in Crisis* সেমিনারে আমাদের বিশেষভাবে আমন্ত্রন জানানো হয়। কানাডাস্থ বাঙালীরা 'একুশে একাডেমী'র অর্জনের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে সকল ভাষাভাষিকে একত্র করে টরেন্টো ও ভ্যানকূভারে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ' নামে বিশাল আকারের 'স্মৃতিসৌধ' নির্মানের লক্ষ্যে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটিতে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ' নামেই 'স্মৃতিসৌধ' নির্মানে স্বাক্ষর গ্রহন ও পরিকল্পনা জোড়ালোভাবে এগিয়ে চলেছে।

দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, পৃথিবীর অনত্র 'একুশে একাডেমী'র এই সকল অর্জন অনুকরণীয় হলেও গত দু'তিন বছর 'একুশে একাডেমী'র কার্যক্রম বেশ কিছু কারনে প্রশ্নবিদ্ধ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আত্মঘাতীও বটে। আকাসচুম্বি অর্জনের র্কণধার 'একুশে একাডেমী' নিজের গতিবিধিতেই 'পূন মুষিক ভব' এর পথ অবলম্বন করে চলেছে বলেই মনে হয়। তা না হলে কেন 'স্মৃতিসৌধ'-এর নামে সংগ্রহীত ও রিপোর্টকৃত অর্থ সংগঠনের তহবিলে জমা না দেবার অপরাধে সাংগঠনিক ব্যাবস্থা নেয়া হবে না? কেন 'একুশে একাডেমী'র সকল প্রচারে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ' এর নাম থেকে 'দিবস' শব্দটি তুলে

দেয়া হবে? আমাদের মনে রাখা জরুরী যে, স্মৃতিসৌধের নামের সাথে একমাত্র 'দিবস' শব্দটিই বিশ্বে বাংলা ও বাঙালীর অবদান প্রমান করে। কেন সংগঠনের একমাত্র ম্যাগাজিন 'মাতৃভাষা'য় পর পর দু'বছর একই লেখক ইউনেস্‌কো কর্ত্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে 'একুশ'-এর স্বীকৃতির বছর ১৯৯৯ স্থলে ১৯৯৭ লিখে তথ্য বিভ্রাট ঘটাবেন? কেন বিগত বছর গুলোতে সংগঠনের নিরলস কর্মীরা একে একে সংগঠন থেকে বেরিয়ে যাবেন? অত্যন্ত দ্রুত প্রসারমান এই সংগঠনের ব্যাপক কর্মধারাসমূহ নেতৃত্ব পরিবর্তনের সাথে সাথেই থম্‌কে দাড়াবে কেন? কেন সকল বাঙালীর স্বার্থ সমৃদ্ধ চলমান বিশ্বজয়ী প্রকল্পগুলোর অপমৃত্যু ঘটবে? এখানে চেতনায় প্রকৃত চেতন কোথায়?

'একুশ মানে মাথা নত না করা' এই আবেগ 'একুশে একাডেমী'র সাম্প্রতিক চত্বরে কতটুকু সত্য তা ভাব্‌তে হবে আমাদের সকলকে। তা না হলে আমাদের সব অর্জন হারিয়ে, শুধুই বই মেলার বানিজ্যিক লাভে শান্তি পাওয়া ছাড়া গত্যান্তর থাকবে না। 'একুশে একাডেমী' হ'য়ে উঠ্‌বে 'মিশুক প্রকাশণী'র একটি বানিজ্যিক সংগঠন মাত্র।